সেবা কল্যাণ সংহতি
RETIRED ARMED FORCES OFFICERS' WELFARE ASSOCIATION (RAOWA)
VIP Road, Mohakhali, Dhaka-1206, Tel: 02-55058363-6, Mob: 01711-054344,
01780-363953, E-mail: raowa.office@gmail.com, Web: www.raowa.org

সূত্র: রাওয়া/১১-০২/ গঠনতন্ত্র/২০২৪ তারিখ: ০৯ অক্টোবর ২০২৪

প্রতি,

সকল রাওয়া সদস্যবৃন্দ

বিষয়ঃ **বিদ্যমান রাওয়া গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংযোজন এবং বিয়োজন প্রসঙ্গে**

বরাতঃ

ক। রোড ম্যাপ, রাওয়া কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন - ২০২৪ (সকলকে নহে)।

খ। রাওয়া পত্র নং রাওয়া/১১-০২/ গঠনতন্ত্র/২০২৪ তারিখ ০২ অক্টোবর ২০২৪ (সকলকে নহে)।

১। বরাত সমূহের আলোকে গঠিত পর্ষদ কর্তৃক রাওয়ার বিদ্যমান গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করতঃ খসড়া আকারে এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো। সংযুক্ত গঠনতন্ত্রে সন্নিবেশের নিমিত্তে আপনার কোন পরামর্শ/মতামত/মন্তব্য/সুপারিশ, যদি থাকে, তা আগামী ১৯ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ (শনিবার) এর মধ্যে ইমেইল: raowa.office@gmail.com যোগে অথবা রাওয়া সেক্রেটারিয়েটে সরাসরি প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সংযুক্ত গঠনতন্ত্রে **লাল রঙ** এর মাধ্যমে বিয়োজন, **নীল রঙ** এর মাধ্যমে সংযোজন এবং **কালো রঙ** এর মাধ্যমে "বর্তমানে যেমন অবস্থায় আছে সেইরূপ" বুঝানো হয়েছে।

২। আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহবুবুল আলম, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ)
সভাপতি
রাওয়া গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা পর্ষদ

সংযুক্তঃ খসড়া রাওয়া গঠনতন্ত্র - ০১ সেট।

অবগতিঃ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক, রাওয়া এবং সেনাবাহিনী প্রধান
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস

গঠনতন্ত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা কর্তৃক
১৯৬১ সালের স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান
(রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ)
অধ্যাদেশ (নম্বর ৪৬) এর ৪ (ধারার অধীনে রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার
এ্যাসোসিয়েশন (রাওয়া), ভিআইপি রোড, মহাখালী, ঢাকা
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে নিবন্ধনকৃত।
নিবন্ধন নম্বর ঢ-০৯৮৬৫/২০২১।

সূচিপত্র

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
-	~~পটভূমি~~	১
১	রাওয়ার নাম	২
২	রাওয়ার ঠিকানা	২
৩	রাওয়ার কার্য এলাকা ও নিবন্ধীকরণ	২
৪	রাওয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২
৫	রাওয়ার কর্মপরিধি	৪
৬	সদস্য পদ	৬-১০
৭	শৃংখলাজনিত ব্যবস্থা	১০-১২
৮	নির্বাহী পরিষদ	১২-২৫
৯	নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন	২৫-২৮
১০	পৃষ্ঠপোষক	২৮
১১	সাধারণ সভার নিয়মাবলি	২৮-৩০
১২	সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা	৩১
১৩	আর্থিক প্রশাসন ও তহবিল ব্যবস্থাপনা	৩১-৩৩
১৪	বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান বিষয়ক	৩৩-৩৪
১৫	গঠনতন্ত্রের সংশোধন	৩৪
১৬	আইন ও বিধির প্রাধান্য	৩৪
১৭	রাওয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং পরিসম্পদ হস্তান্তর	৩৫
১৮	পরিশিষ্ট-১	৩৬-৪২

পটভূমি

অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের কল্যাণে ১৯৮২ সালেপূনর্বাসন এবং চিত্তবিনোদনের এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, RAOWA এর যাত্রা শুরু হয়। সশস্ত্র বাহিনীর চেতনা, মূল্যবোধ, সুদীর্ঘ ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে চাকুরী পরবর্তী জীবনের সামরিক প্রক্রিয়াকে জাগরুক রাখাই এর মূল এবং প্রধান উদ্দেশ্য। সশস্ত্র বাহিনীর চাকুরী একটি সম্পূর্ণ জীবন প্রণালী। সহাবস্থান, কর্তব্য, সামাজিক দায়বদ্ধতা সর্বোপরি সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি পবিত্র দায়িত্ব, একজন সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারের সহজাত প্রবৃত্তি যা চর্চার মধ্যে রেখে জাতির ক্রান্তিলগ্নে অবদান রাখার জন্যই মূলতঃ RAOWA গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথা সমষ্টিগতভাবে স্বাভাবিক এবং ক্রান্তিকালীন পরিস্থিতি সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে মোকাবেলা করা এর লক্ষ্য। এ সংস্থাটি সুচারুরুপে পরিচালনার জন্য একজন দক্ষ অভিভাবকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ফলশ্রুতিতে সাংগঠনিক কাঠামোয় প্রধান পৃষ্ঠপোষক পদটি সৃষ্টি হয়। সংস্থাটির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জনের জন্য প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং আইনগত এখতিয়ার নির্ধারণ করা হয়। একই সাথে সকল সদস্যগণের সংস্থাটির প্রতি দায়বদ্ধতা এবং পরিপালনীয় বাধ্যবাধকতাও উল্লেখ করা হয়। RAOWA, সমাজসেবা অধিদফরের অধীনে নিবন্ধনকৃত একটি সংস্থা। যেহেতু RAOWA অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত সেহেতু বাহিনী সদর সমূহের সংযোজন এবং বিভিন্ন বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য ও তদ্বীয় পত্নীগণের সক্রিয় অংশগ্রহণও কাম্য। উল্লেখ্য যে, RAOWA'র চেয়ারপার্সন এবং অন্যান্য মূখ্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ বাহিনী সমূহের সদর দপ্তর কর্তৃক মনোনীত এবং অবশিষ্ট কার্যনির্বাহীগণ ও সদস্যগণ গঠনতন্ত্রের শর্তাধীনে নির্বাচিত।

RAOWA DHAKA 09.10.24

<u>ধারা-১: ~~রাওয়ার~~ নাম এবং নীতিবাক্য (Motto)</u> : অত্র সংস্থা **“রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন**, বাংলাদেশ” সংক্ষেপে **“রাওয়া” বা Retired Armed Forces Officers’ Welfare Association, Bangladesh, in short RAOWA** নামে পরিচিত হইবে এবং নীতিবাক্য (Motto) হইবে সেবা, কল্যাণ, সংহতি।

<u>ধারা-২: রাওয়ার ঠিকানা</u> : রাওয়া, ঢাকা সেনানিবাসের মহাখালী ডিওএইচএস সংলগ্ন প্লট সিএস নং- ৪৩ (অংশ), ৪৬ (অংশ), ৪৭ (অংশ), ৫৫ (অংশ) এর উপর অবস্থিত রাওয়ার প্রধান অফিস এর ঠিকানা :

রাওয়া
ভি আই পি রোড,
মহাখালী, ঢাকা-১২০৬, বাংলাদেশ।

<u>ধারা-৩ : রাওয়ার কার্য এলাকা ও নিবন্ধীকরণ:</u> রাওয়ার কার্য এলাকা ঢাকা জেলা হতে সমাজসেবা অধিদফতরের অনুমতি সাপেক্ষে সমগ্র বাংলাদেশে করা যাইবে।

<u>ধারা-৪ : রাওয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:</u> রাওয়া সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কল্যাণার্থে প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণরূপে একটি অরাজনৈতিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর এর অধীনে একটি স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিত। ~~সংশ্লিষ্ট নিবন্ধনকর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে~~ ইহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক। অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা এবং তাহাদের পরিবারবর্গের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ করা ।

খ। অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন সম্মানের সাথে সুন্দরভাবে কাটানোর পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি করা ।

গ। রাওয়ার প্রতিটি সদস্য একে অপরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা। ~~যাহাতে~~ এই লক্ষ্যে ~~রাওয়া তাহার~~ সদস্য ও অন্যান্য অবসরপ্রাপ্ত ~~সামরিক ব্যক্তিবর্গের~~ কর্মকর্তাদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ক্লাব, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, হোস্টেল, মেডিকেয়ার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর্থ-সামাজিক, সেবামূলক জাতীয় স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান এবং অনুরুপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা সহ ইহার রক্ষণাক্ষেণ এবং পরিচালনা ~~করিতে সক্ষম হয়~~ করা।

ঘ। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ সহ মর্মান্তিক পিলখানা হত্যাকাণ্ড এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার্থে যেই সকল সামরিক সদস্য শহীদ হইয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতিকে সমুজ্জ্বল এবং তাঁহাদের পরিবারের সদস্যদেরকে উজ্জীবিত রাখা।

07.10.24

ঙ। প্রয়াত/অবসরপ্রাপ্ত অফিসারের সন্তান/পোষ্যদের পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য সহযোগিতা প্রদান।

চ। রাওয়া সদস্যদের দুঃখ-দুর্দশা এবং কষ্ট লাঘব করার প্রচেষ্টা করা এবং অন্যান্য অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের সার্বিক অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টা চালানো।

ছ। রাওয়ার সদস্যবৃন্দ ও তাহাদের পরিবারবর্গের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র তৈরীর নিমিত্তে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা যার মূল কার্যক্রম হইবে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা করা এবং তা প্রকাশ করা।

জ। সকল সদস্যবৃন্দের মাঝে অনুভূতির সৃষ্টি করা যাহাতে তাহারা সকলে যুদ্ধাহত/অসমর্থ, প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত ~~অফিসার্স~~ কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যান্য সামরিক সদস্য এবং তাহাদের পরিবারবর্গের কল্যাণ সাধন একটি নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন ।

ঝ। এই মর্মে সরকারের স্বীকৃতি আদায় করা যে, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য বিশেষত: সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ~~অফিসার~~ কর্মকর্তা চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের পর যথা শীঘ্র সমাজে (সরকারি/বেসরকারি রাওয়াতে চাকরিসহ) মর্যাদার সাথে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। এতদুদ্দেশ্য একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা।

ঞ। সদস্যদের মধ্যে আর্থিকসহ সকল বিষয়ে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়িয়া তোলা। “সেল্ফ হেল্প” এর মাধ্যমে বিনিয়োগ বর্ধিত করিয়া সদস্যদের মধ্যে সমবায় সমিতির মত স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে উদ্বুদ্ধ করা এবং এ কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তা ফোরাম স্থাপন করা।

ট। রাওয়া সদস্যদের জন্য একটি ফোরাম সৃষ্টি করা যাহাতে ইহার সদস্যগণ ও পরিবারবর্গ বিভিন্ন সামাজিক ও চিত্তবিনোদনমূলক অনুষ্ঠানসমূহ ঘরোয়া পরিবেশে উপভোগ করিতে পারে। প্রয়োজনে রাওয়া পরিবারের মহিলা ও শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট ফোরামের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ঠ। উপযুক্ত তরুণ তরুণীদের সশস্ত্র বাহিনীকে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এর ভিত হিসেবে গ্রহণের জন্য উপদেশ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করা এবং এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া জাতীয় জরুরি অবস্থায় সরকারি সংস্থাকে জনবল ভর্তি ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য/সহযোগিতা প্রদান করা।

ড। সদস্যদের সুবিধার্থে বিভিন্ন সুবিধাদি যেমন: জিমনেসিয়াম, হেল্থ কেয়ার, হোমস, ডাইনিং হল, কমিউনিটি সেন্টার, পাঠাগার এবং বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলার ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টি ও ~~তার~~ রক্ষনাবেক্ষণ করা।

ঢ। উপরে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য নির্বাহী কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে সম্ভাব্য সব ধরণের কার্যক্রম গ্রহণে ক্ষমতাবান। সেই সাথে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, উল্লেখিত উপ-ধারাসমূহে যে সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট

আছে তাহা কোনক্রমেই অন্য কোন পরিচ্ছেদের সূত্রে বা রাওয়ার নামে সীমিত বা বাতিল করা যাইবে না।

<u>ধারা-৫: রাওয়ার কর্মপরিধি:</u> উপরোল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য রাওয়া ~~বা রাওয়া~~ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নবর্ণিত কাজ করিতে পারিবে:

ক। রাওয়ার সার্বিক কর্মকাণ্ড প্রধানত ইহার সদস্য এবং পরিবারবর্গের কল্যাণার্থে পরিচালিত হইবে।

খ। রাওয়ার সকল বা যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে তহবিল বা অন্য কোন সম্পদ সংগ্রহ, গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা এবং তাহা সরকারি মঞ্জুরীসহ অন্যান্য রাওয়া, সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের চাঁদা, অনুদান, নির্দিষ্ট অর্থ, ঋণ, ট্রাস্ট প্রভৃতি হিসেবে অর্জন করা।

গ। রাওয়ার জন্য এবং রাওয়ার সব সদস্যের সাধারণ ব্যবহারের জন্য কোন জমি, ভবন, আঙিনা কিংবা যে কোন দ্রব্য ক্রয়, ইজারা গ্রহণ বা দখলে রাখা।

ঘ। বৈধ উপায়ে আয় এবং সুবিধা অর্জনের জন্য অবস্থা বিবেচনা করিয়া রাওয়ার কোন সম্পত্তি ও তহবিল আংশিক বা পূর্ণভাবে বিনিয়োগ করা।

ঙ। অবস্থা অনুকূল হইলে রাওয়ার কর্মচারীদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ড খোলা এবং তাহা পরিচালনা করা।

চ। রাওয়ার উদ্দেশ্য অধিকতরভাবে অর্জনের জন্য অনুরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, লীগ/ইউনিয়ন/ সমিতির সাথে একযোগে কাজ করা কিংবা অনুমোদন ~~দান~~ প্রদান ও সহযোগিতা করা।

ছ। আন্তর্জাতিক প্রাক্তন চাকুরিজীবী সংস্থাসমূহ যেমন: বিশ্ব প্রবীণ ফেডারেশন (World Veterans Federation) এবং কমনওয়েলথ দেশভুক্ত সার্ভিস লিগ/রিটার্ন সার্ভিস লিগ (Services League/Return Services League of Commonwealth) কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্য সংবলিত অন্য কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুমোদন ~~প্রার্থনা ও~~ গ্রহণ করা।

জ। রাওয়ার বৈধ উপায়ে উপার্জিত আয় ও সম্পত্তি তাহা যেভাবেই অর্জিত হউক না কেন তাহা রাওয়ার গঠনতন্ত্রে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন, সদস্য ও তাহাদের পরিবারের কল্যাণ এবং রাওয়ার ব্যবস্থাপনার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করা হইবে। উক্ত আয় ও সম্পত্তির কোন অংশ রাওয়ার প্রাক্তন বা বর্তমান কোন সদস্যকে লাভ, বোনাস, কমিশন, সুবিধা বা অন্য কোনভাবে প্রদান বা হস্তান্তর করা যাইবে না। রাওয়ার কর্মচারীদের বেতন প্রদান কিংবা কোন সার্ভিসের বিনিময়ে কোন সদস্য বা ব্যক্তিকে মজুরি প্রদানে কোন বাধা নাই এবং রাওয়ার আয় ও সম্পত্তি সাধারণ সদস্যদের অনুমোদন সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুযায়ী যে কোন শিল্প কারখানা/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায় বিনিয়োগ করা

09.10.24

যাইবে। রাওয়ার যে কোন সম্পত্তি কোন অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান বা যে কোন রাওয়ার নিকট বন্ধক রাখিতে সাধারণ পরিষদের পূর্বানুমোদন বাধ্যতামূলক।

ঝ। রাওয়া কোন কারণে বন্ধ হইয়া গেলে, ইহার প্রতিটি সদস্য সদস্যপদ ত্যাগ করার পূর্বে রাওয়ার সকল দেনা ও দায় পরিশোধ করিতে তাহার পরিসম্পদে অর্থ জোগান দিতে বাধ্য থাকিবেন, যাহা জন প্রতি ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকার অধিক হইবে না।

ঞ। রাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে সেই সময় সকল দায় ও দেনা পরিশোধের পর যদি অতিরিক্ত সম্পদ থাকে তবে যে কোন সংস্থাকে দান করিয়া দেওয়া হইবে, যাহা রাওয়ার সাধারণ পরিষদের এখতিয়ারভুক্ত/ যে ভাবে সরকারি আদেশ জারি করা হইবে।

ট। রাওয়া বা রাওয়ার ব্যবস্থাপনার ভার রাওয়ার আইন-কানুন অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দ্বিবার্ষিকভাবে নির্বাচিত নির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

ঠ। রাওয়ার মোট বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৩০ ভাগ অর্থ সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে ব্যয় করা হইবে।

<u>ধারা-৬ : সদস্য পদ</u>:

ক। **<u>সদস্য পদের শ্রেণি বিভাগ ও যোগ্যতা</u>:**

(১) **<u>প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য (ফাউন্ডার মেম্বার)</u>:** যাহারা রাওয়ার গঠনতন্ত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং ইহার নিয়ম কানুন পালন করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য তালিকা 'পরিশিষ্ট-১' হিসেবে সংযুক্ত করা হইল। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যদের কোন বার্ষিক চাঁদা প্রদান করিতে হইবে না।

(২) **<u>আজীবন সদস্য (লাইফ মেম্বার)</u>:** সাবেক পাকিস্তান (তবে বর্তমানে বাংলাদেশর নাগরিক) এবং বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সকল অবসরপ্রাপ্ত কমিশন্ড অফিসার, ~~এবং বর্তমানে বাংলাদেশের নাগরিক~~ যাহারা রাওয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে গ্রহণ ও সমর্থন করেন তাহারা সবাই আজীবন সদস্যপদ লাভের যোগ্য হইবেন যদি নিম্নলিখিত বিষয়ে সম্মত/যোগ্য হন:

(ক) রাওয়ার গঠনতন্ত্রের প্রতি অনুগত থাকিবেন এবং রাওয়ার সকল আইন কানুন মানিয়া চলিবেন।

(খ) ভর্তি চাঁদা বাবদ এককালীন টাকা **১০০০০.০০ (দশ হাজার মাত্র)** বা সময়ে সময়ে যেরূপ সংশোধিত হয় তাহা প্রদান করেন। সত্তর উর্দ্ধ বয়সের সদস্যদেরকে ভর্তি চাঁদা প্রদান করিতে হইবে না। ~~প্রত্যেক আজীবন সদস্য প্রতিমাসে ১০০.০০ অথবা AGM এ নির্ধারিত হারে মাসিক, ষান্মাসিক~~

RAOWA DHAKA 09.10.24

~~অথবা বাৎসরিক ভিত্তিতে চাঁদা প্রদান করিবেন। কোন সদস্য ১২ মাস সময়ের অধিক চাঁদা প্রদান না করিলে তাহার সদস্য পদ স্থগিত হইয়া যাইবে, তবে সকল বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে তাহার সদস্য পদ পুনর্বহাল হইবে।~~

(গ) কোন আইন আদালত কর্তৃক নৈতিক পদস্খলনের জন্য চূড়ান্ত সাজা প্রাপ্ত হন নাই।

(ঘ) কোর্ট মার্শাল অথবা প্রশাসনিকভাবে বরখাস্ত (Dismissed) ~~বা অপসারিত (Removed)~~ হননি। তবে চাকুরি অবসানের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া অবসরপ্রাপ্ত হইলে সদস্য হইতে পারিবেন।

(ঙ) ~~ক্যান্টনমেন্ট আইন, ২০১৮ এর অধ্যায় ১৩ এর বিধানানুসারে অপসারিত বা বহিস্কৃত না হইলে অর্থাৎ অবাঞ্চিত (PNG) ঘোষিত না হইলে।~~

(৩) **অনারারী সদস্য:** যে সকল ব্যক্তি রাওয়ার সদস্য হওয়ার জন্য উপরের কোন ক্যাটাগরীতে পড়েন না তবে রাওয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাঁহাদের বিশেষ যোগ্যতা ও মর্যাদার কারণে রাওয়ার উপকারে আসিবে বলিয়া বিবেচিত হয় তাঁহাদেরকে নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে অনারারী সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনারারী সদস্যর সংখ্যা ১০০ এর অধিক হইতে পারিবে না। এই সকল সদস্য সকল সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন তবে তাঁহাদের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৪) **বিশেষ সদস্য (স্পেশাল মেম্বার):** কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহার স্ত্রী/স্বামী আপনা-আপনি বিশেষ সদস্য বিবেচিত হইবেন। এজন্য তাঁহাকে কোন চাঁদা দিতে হইবে না। সশস্ত্র বাহিনীতে চাকুরিকালে কোন অফিসার অথবা রাওয়ার সদস্য হন নাই এমন কোন অবসরপ্রাপ্ত ~~অফিসার~~ কর্মকর্তা মৃত্যুবরণ করিলে নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁহার স্ত্রী/স্বামী এই ক্যাটাগরীতে বিশেষ সদস্য হইতে পারিবেন। এজন্য তাহাকে টাকা ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) শুধুমাত্র ভর্তি ফি প্রদান করিতে হইবে যাহা নির্বাহী কমিটি ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ বিবেচনায় পূর্ণ বা আংশিক মওকুফ করিতে পারিবেন। স্পেশাল মেম্বারদের ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত সন্তানগণ কোন চাঁদা প্রদান ব্যতিরেকে অন্য সদস্যদের স্ত্রী ও সন্তানদের মত সকল সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন। তবে এরুপ বিশেষ সদস্য পুনরায় বিবাহ করিলে তাঁহার সদস্যপদ বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাঁহাদের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না। বিশেষ সদস্য মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহাদের সন্তানগণ ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত কোন চাঁদা ব্যতিরেকে সকল সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।

(৫) ~~**মরনোত্তর সদস্যপদ:** সশস্ত্রবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে যারা জীবিত নন এবং রাওয়ার সদস্য ছিলেন না, তাদের মধ্যে যারা বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন বা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন অথবা বিরল ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেনতাদেরকে নির্বাহী কমিটি ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ বিবেচনায় **"মরনোত্তর আজীবন সদস্য পদ"** প্রদান করিতে পারিবে। এই শ্রেণির সদস্যদের জন্য পৃথক রাওয়া নম্বর ও একটি তালিকা সংরক্ষিত হইবে যেখানে তাদের ছবিসহ সংক্ষিপ্ত জীবন বিবরণী লিপিবদ্ধ থাকিবে। এই শ্রেণিতে অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে তাহার একটি সম্ভাব্য তালিকা (যা চূড়ান্তহিসাবে গন্য হইবে না) নিম্নে দেওয়া হইল:~~

~~(ক) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল অফিসারবৃন্দ।~~

~~(খ) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অথবা তার প্রাক্কালে ও পরবর্তীতে যে সকল অফিসারবৃন্দ পাক বাহিনী বা তাদের দোসরদের হাতে নিহত হয়েছেন।~~

~~(গ) স্বাধীনতার পর দেশের অভ্যন্তরেঅথবা বিদেশে সন্ত্রাস দমন অভিযান অথবা শান্তিরক্ষী হিসাবে কর্তব্যরত অবস্থায় শাহাদাত বরণকারী অফিসারগণ।~~

~~(ঘ) চাকুরিরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত কোন অফিসার যদি কোন বিশেষ পরিস্থিতির শিকার হয়ে নির্মমভাবে নিহত হন।~~

~~(ঙ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে এবং পরে যে সকল সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন।~~

(টীকা : শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠাকালীন এবং আজীবন সদস্যদের ভোটাধিকার থাকিবে)

খ। **সদস্যপদ গ্রহণ পদ্ধতি:**

(১) কোন ব্যক্তি উপরে বর্ণিত ধারা ৭ অনুযায়ী রাওয়ার সদস্য হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইলে নির্ধারিত আবেদন পত্রে সেক্রেটারি জেনারেলের নিকট আবেদন জমা করিতে পারেন। উক্ত আবেদন পত্রের শেষ অনুচ্ছেদে RAOWA এর গঠনতন্ত্র, আচরণ বিধি এবং Bye-Laws and SOP সঠিকভাবে মানিয়া চলিবার উপর একটি অঙ্গীকারনামা সন্নিবেশিত থাকিবে যা আবেদনকারীর স্বাক্ষরিত অবস্থায় জমা দিতে হইবে। আজীবন সদস্যপদের জন্য আবেদন পত্রের সাথে শুধুমাত্র ভর্তি চাঁদা প্রদান করিতে হইবে। নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আবেদন পত্র অনুমোদনের দিন হইতে সদস্য পদ কার্যকর হইবে।

(২) কোন সদস্যপদ প্রার্থীর আবেদন নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক বাতিল হইলে তিনি সাধারণ পরিষদের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। এই

ধরণের আবেদন রাওয়ার সাধারণ পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করা হইবে,সিদ্ধান্ত অবশ্য পালনীয় এবং চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) সদস্যপদের সকল আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৪) ~~কোন অফিসার অবসরপূর্ব প্রস্তুতিকালীন ছুটিতে (এলপিআর) থাকিলে তিনি তাঁহার আবেদনের সাথে সার্ভিস সদর দপ্তর হইতে অনাপত্তি সনদপত্র প্রদান সাপেক্ষে রাওয়ার সদস্য হইতে পারিবেন।~~

~~(৫) সংস্থাটি গঠনের শুরু হইতে বিভিন্ন বিবর্তনে যাহারা প্রতিষ্ঠাকালীন ও আজীবন সদস্য ছিলেন তাহারা রাওয়ার সদস্য হিসাবে পরিগণিত হইবেন।~~

গ। **<u>সদস্যদের সুযোগ সুবিধা:</u>**

(১) প্রতিষ্ঠাকালীন এবং আজীবন সদস্যদের সাধারণ সভায় যোগ দেওয়ার ও ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে। তাঁহারা নির্বাহী পরিষদ বা অন্যান্য কমিটির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই সকল কমিটির সভায় ভোট দিতে পারিবেন।

(২) সকল সদস্যের নির্ধারিত চার্জ প্রদান পূর্বক রাওয়ার সকল সুযোগ/সুবিধা গ্রহণের অধিকার থাকিবে এবং রাওয়া কর্তৃক আয়োজিত সামাজিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে ধার্যকৃত চার্জ প্রদান পূর্বক অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে।

ঘ। **<u>সদস্যপদ বাতিল/স্থগিত করণ:</u>** কোন ব্যক্তি যাহাকে রাওয়ার সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হইয়াছে, নিম্নলিখিত কারণে তাহার সদস্যপদ বাতিল/স্থগিত করা যাইতে পারে:

(১) ইস্তফা প্রদান করিলে সদস্যপদ বাতিল হইবে।

(২) মৃত্যু ঘটিলে সদস্যপদ বাতিল হইবে, তবে অনুরূপ সদস্যের স্ত্রী/স্বামী আপনা-আপনি বিশেষ সদস্য বিবেচিত হইবেন। এই জন্য তাহাকে কোন চাঁদা দিতে হইবে না। তবে তিনি পুনরায় বিবাহ করিলে এই সুযোগ/সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন আদালত কর্তৃক কোন সদস্য নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধের জন্য চূড়ান্ত সাজাপ্রাপ্ত হইলে।

~~(৪) ক্যান্টনমেন্ট আইন, ২০১৮ এর অধ্যায় ১৩ এর বিধানানুসারে অপসারিত বা বহিস্কৃত হইলে অর্থাৎ অবাঞ্চিত (PNG) ঘোষিত হইলে অবাঞ্চিত থাকা অবধি সদস্য পদস্থগিত থাকিবে।~~

ধারা-৭ : শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা:

ক। কোন সদস্য সশস্ত্র বাহিনী এবং রাওয়ার সম্মান, স্বার্থ, সুনাম ~~এবং সশস্ত্র বাহিনী এবং রাওয়ার~~ লক্ষ্য ও আদর্শ বিরোধী ~~প্রতি হানিকর~~ আচরণ করিলে বা SOP এবং গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোন কাজ করিলে নির্বাহী পরিষদ স্বপ্রণোদিত হইয়া তাৎক্ষনিকভাবে তাহা আমলে (Cognizance) লইবে এবং অনুরূপ হানিকর কাজের জন্য যে কোন সদস্য, নির্বাহী পরিষদের সদস্যসহ অন্য যে কোন সদস্য সেক্রেটারী জেনারেল এর নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন।

খ। নির্বাহী পরিষদ স্বপ্রণোদিতভাবে অভিযোগ আমলে (Cognizance) নেওয়ার দিন হইতে অথবা কোন সদস্যের নিকট হইতে অভিযোগ প্রাপ্তির দিন হইতে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাহী পরিষদের সভায় সেই অভিযোগসমূহ আলোচনা করিবে।

গ। নির্বাহী পরিষদের সভায় নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য এবং রাওয়ার কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রাথমিকভাবে সত্য বলিয়া প্রতিয়মান হইলে এবং উক্ত সভায় তাহা অনুমোদিত হইলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

ঘ। প্রথমেই অভিযোগসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট সদস্য/সদস্যবৃন্দকে জানাইয়া তাঁহার/তাঁহাদের বিরুদ্ধে কেনো যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না সেই মর্মে সেক্রেটারি জেনারেল কর্তৃক কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করিতে হইবে। উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির দিন হইতে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সেক্রেটারি জেনারেল এর বরাবরে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্য/সদস্যবৃন্দকে নির্দেশ দিতে হইবে।

ঙ। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত সদস্য/সদস্যবৃন্দ কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হইলে অথবা তাঁহার/তাঁহাদের দাখিলকৃত উত্তরে নির্বাহী পরিষদ সন্তুষ্ট না হইলে উক্ত সংশ্লিষ্ট সদস্যকে/সদস্যবৃন্দকে লিখিতভাবে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য নির্বাহী পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিবে।

চ। অভিযুক্ত সদস্য/সদস্যবৃন্দ লিখিত বক্তব্য/ব্যক্তিগত শুনানি শেষে নির্বাহী পরিষদ যদি এই মর্মে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হয় যে, অভিযুক্ত সদস্য/সদস্যবৃন্দের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা হইলে অভিযোগের গুরুত্বানুযায়ী অভিযুক্ত সদস্য/সদস্যবৃন্দের বিরুদ্ধে নিম্নরূপভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে :

(১) অভিযুক্ত সদস্য/সদস্যবৃন্দের সদস্যপদ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছরের জন্য স্থগিত করিতে পারিবে। নির্বাহী পরিষদ নিজস্ব ক্ষমতাবলে সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত অভিযুক্ত সদস্য/সদস্যবৃন্দের সদস্যপদ স্থগিত রাখিতে পারিবে। ০৬ (ছয়) মাসের উর্দ্ধে সদস্য পদ স্থগিত করিলে এই স্থগিতাদেশ চলমান থাকিবে এবং পরবর্তী নিকতম সাধারণ সভায়

তাঁহা অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে। সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুরূপ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) কোন সদস্যের সদস্য পদ স্থগিত হইলে তিনি রাওয়া কমপ্লেক্স এবং রাওয়ার কোন স্থাপনায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। তবে এই সদস্য তাহার প্রতিনিধির মাধ্যমে তাঁহার বকেয়া বিল পরিশোধ করিতে পারিবেন। এই নিষেধাজ্ঞা তাহার পরিবারের জন্য প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উথাপিত হইলে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে তবে নির্বাহী পরিষদ এ বিষয়ে আলোচনা অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় অভিযুক্ত সদস্য উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত স্থগিতাদেশ বা যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে উক্ত সদস্য নির্বাহী কমিটির সদস্য পদে দায়িত্ব পালনের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হইবেন এবং এরূপ শূন্য পদে নির্বাহী পরিষদ রাওয়ার সদস্যদের মধ্য হইতে কো-অপশনের মাধ্যমে এ শূন্য পদ পূরণ করিবে এবং উক্ত পদের পরবর্তী নির্বাচনে উক্ত পদে নির্বাচন হইবে। নির্বাহী পরিষদের সদস্য বলিতে নির্বাহী পরিষদের ~~মনোনীত ও~~ নির্বাচিত ~~১৬~~ ১৭ জন সদস্যদেরকে বুঝাইবে এবং উপরোক্ত রুপে কো-অপশনকৃত সদস্যও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(৪) গঠনতন্ত্রের বিধান লঙ্ঘন গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হইবে। কোন সদস্যের শৃংখলা বহির্ভূত কোন কাজের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক বিষয়টি প্রধান পৃষ্ঠপোষকের সদয় অবগতি এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য চেয়ারম্যান কর্তৃক উপস্হাপন করা হইবে।

ধারা-৮ : নির্বাহী পরিষদ: রাওয়ার কার্যক্রম একটি নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হইবে:

ক। **প্রথম অস্থায়ী নির্বাহী পরিষদ**: ২১ মার্চ ১৯৮২ তারিখে সর্বপ্রথম রাওয়ার অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়, যাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। উক্ত কমিটি রাওয়ার প্রথম সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত নিবন্ধন ও রাওয়ার নির্বাহী কমিটি হিসেবে কাজ করিবে। এই নির্বাহী কমিটির আরও সদস্য কো-অপ্ট করার ক্ষমতা থাকিবে, তবে তাহা ২১ জনের বেশি হইবে না :

(১) লে: জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন, আইডিসি, পিএসসি- চেয়ারম্যান।
(২) কর্নেল এস এম রেজা, পিএসসি - সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান।
(৩) লে: কর্নেল রেজাউল জলিল, পিএসি - ভাইস চেয়ারম্যান।
(৪) লে: কর্নেল হেসামউদ্দিন আহমেদ, পিএসসি - ভাইস চেয়ারম্যান।
(৫) ক্যাপ্টেন এম এ হাকিম - সেক্রেটারি জেনারেল।

RAOWA DHAKA 09.10.24

(৬) ক্যাপ্টেন আনিসুর রহমান সিনহা - জয়েন্ট সেক্রেটারি।
(৭) লে: কর্নেল ফয়েজ বাহার, পিএসসি - জয়েন্ট সেক্রেটারি।
(৮) মেজর একেএম ফজলুল বারী, পিএসসি-ট্রেজারার।
(৯) ক্যাপ্টেন মো: হাফিজউল্লাহ - নির্বাহী সদস্য।
(১০) লে: কর্নেল মো: মাহমুদুর রহমান-নির্বাহী সদস্য।
(১১) ক্যাপ্টেন জামিলুর রহমান খাঁন-নির্বাহী সদস্য।
(১২) মেজর সৈয়দ আশফাক আহমেদ-নির্বাহী সদস্য।
(১৩) মেজর কাজী শরীফ উদ্দিন আহমেদ, পিএসসি, টিই- নির্বাহী সদস্য।
(১৪) মেজর অনুকুল চন্দ্র দেব-নির্বাহী সদস্য।
(১৫) মেজর আনোয়ারুল হক- নির্বাহী সদস্য।
(১৬) ব্রিগেডিয়ার এ রউফ-কো-অপটেড নির্বাহী সদস্য।
(১৭) লে: কর্নেল কিউএএফএম এ রফিক- কো অফটেড নির্বাহী সদস্য।
(১৮) কর্নেল মো: ইকবাল-কো-অপটেড নির্বাহী সদস্য।

খ। **নির্বাহী পরিষদের গঠন:** নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ ০২ (দুই) বছরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। কার্যনির্বাহীর কোন পদে একাধারে (Consecutive) ০২ (দুই) বারের বেশি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। নির্বাহী পরিষদের গঠন নিম্নরূপ:

(১) চেয়ারম্যান	- ১ জন
(২) সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান	- ১ জন
(৩) ভাইস চেয়ারম্যান (সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী)	- ৩ জন
(৪) সেক্রেটারি জেনারেল	- ১ জন
(৫) ট্রেজারার	- ১ জন
(৬) জয়েন্ট সেক্রেটারি	- ১ জন
(৭) মেম্বার ডেভলপমেন্ট	- ১ জন
(৮) মেম্বার গেমস্ এন্ড স্পোর্টস	- ১ জন
(৯) মেম্বার এন্টারটেইনমেন্ট এন্ড কালচারাল	- ১ জন
(১০) মেম্বার ফুড এন্ড বেভারেজ	- ১ জন
(১১) মেম্বার লাইব্রেরি এন্ড পাবলিকেশন	- ১ জন
(১২) মেম্বার ওয়েলফেয়ার	- ১ জন
(১৩) মেম্বার (সেনাবাহিনী)	- ১ জন
(১৪) মেম্বার (নৌবাহিনী)	- ১ জন
(১৫) মেম্বার (বিমানবাহিনী)	- ১ জন
মোট	- ১৭ জন

BAOWA DHAKA 09.10.24

(১) চেয়ারম্যান ১ জন

(ক) আগ্রহী অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং তদুর্দ্ধ পদমর্যাদার/ ন্যূনতম ৩০ বছর চাকুরী সম্পন্ন রাওয়ার সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রধান পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক প্রয়োজনে অন্যান্য বাহিনী প্রধানদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে মনোনীত হইবেন।

(খ) উপরোক্তরুপ কোন আগ্রহী প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রধান পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক রাওয়ার সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রয়োজনে অন্যান্য বাহিনী প্রধানদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সরাসরি মনোনয়ন দেওয়া হইবে।

(২) ভাইস চেয়ারম্যান ৩ জন

(ক) অবসরপ্রাপ্ত সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীহতে একজন করে কর্ণেল বা তদুর্ধ (সমপদ মর্যাদার)/ন্যূনতম ২৮ বছর চাকুরী সম্পন্ন কর্মকর্তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত।

(খ) কোন আগ্রহী প্রার্থী না পাওয়া গেলে স্ব স্ব বাহিনী প্রধান কর্তৃক রাওয়ার সদস্যদের মধ্য হতে সরাসরি মনোনয়ন দেওয়া হইবে।

(৩) সেক্রেটারি জেনারেল ১জন

(ক) আগ্রহী অবসরপ্রাপ্ত রাওয়ার সদস্যগণের মধ্য থেকে প্রধান পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক প্রয়োজনে অন্যান্য বাহিনী প্রধানদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে মনোনীত।

(খ) আগ্রহী প্রার্থী না পাওয়া গেলে প্রধান পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক প্রয়োজনে অন্যান্য বাহিনী প্রধানদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে রাওয়ার সদস্যদের মধ্য হতে সরাসরি মনোনয়ন দেওয়া হইবে।

(১৬) অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি জেনারেল ব্যতিত অন্যান্য ১৫ জন (২-৩ জন মহিলা সদস্যের জন্যকোটা নির্ধারিত থাকবে) সদস্য উন্মুক্ত ভোটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন এক জন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হইবেন।ভাইস চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে ধারা ৮ খ(২) প্রযোজ্য হইবে ।

~~(১৭) নির্বাচিত সদস্যদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যাধিক্য, সদস্যের আগ্রহ ও চেয়ারম্যানের বিবেচনায় নির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন পদের মনোনয়ন দেওয়া হইবে।~~

~~(১৮) নির্বাহী পরিষদের ১৭ জনের অতিরিক্ত ৩ জন চাকুরীরত (ন্যূনতম লেঃ কর্ণেল/সম পদমর্যাদার) সামরিক সদস্য স্ব স্ববাহিনী কর্তৃকপর্যবেক্ষক সদস্যহিসেবেমনোনীতহইবেন।উক্ত সদস্যগণ বাহিনী প্রধানগণের প্রতিনিধিহিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেনএবং তাদের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।~~

~~(১৯) কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য এক জন প্রার্থীর ন্যূনতম ১৫ বছরের সক্রিয় সামরিক চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। অন্যান্য যোগ্যতা সমূহ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে।~~

~~(২০) কার্যনির্বাহীর কোন পদে একাধারে (Consecutive) একবারের বেশি মনোনীত কিংবা নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।~~

(২১) কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রত্যক সদস্য মানসিকও শারীরিকভাবে সুস্থ্য, সবল ও কর্মঠএবং সংগঠনের জন্য সময় দিতে সক্ষম হইতে হইবে।

গ। **নির্বাহী পরিষদের ব্যবস্থাপনা:**

(১) রাওয়ার সকল নির্বাহী ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ এই নির্বাহী পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে, যাহা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে। নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ নতুন নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আইন অনুযায়ী দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যাইবেন। বিদায়ী নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের ১৫ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাহী পরিষদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন।

(২) নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের সেবা হইবে স্বেচ্ছাসেবামূলক। শুধুমাত্র ভোটাধিকার যোগ্য সদস্যগণ নির্বাহী পরিষদের সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন।

(৩) নির্বাহী পরিষদ সাধারণত: মাসে কমপক্ষে একবার চেয়ারম্যান/সেক্রেটারি জেনারেল কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে বৈঠকে বসিবেন। নির্বাহী পরিষদের প্রতি সভায় অংশগ্রহণের জন্য সদস্যগণ ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা মাত্র করিয়া সম্মানি পাইবেন। ~~এই সম্মানী সময়ের সাথে পূণ:নির্ধারণ যোগ্য।~~

(৪) কোন সদস্য যদি লিখিতভাবে পদত্যাগ করেন এবং নির্বাহী পরিষদ যদি তাহা গ্রহণ করে, তবে ঐ পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া গ্রহণ করা হইবে।

(৫) নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য যদি জানাইয়া কিংবা না জানাইয়া ০৩ (তিন) টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন তবে তাহার সদস্য পদ বাতিল হইয়া যাইবে।

(৬) কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে নির্বাহী পরিষদ রাওয়ার সদস্যদের মধ্য হইতে কো-অপশনের মাধ্যমে ঐ শূন্য পদ পূরণ করিবে এবং পরবর্তী নির্বাচনে উক্ত পদের নির্বাচন হইবে।

(৭) কোন সদস্য যে পদের জন্য নির্বাচিত বা কো-অপ্ট হইয়াছেন যদি তিনি সেই পদ গ্রহণে বা দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানান তবে তিনি সেই পদ হইতে বাদ পড়িয়াছেন বলিয়া ধরা হইবে এবং ঐ পদটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৮) কোন সদস্যের সদস্যপদ যদি উপরোক্ত ক্রমিক নং (৫) ও (৭) এর কারণে বাতিল হয় তাহলে পরবর্তী চার বছরের জন্য তিনি আর কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

(৯) নির্বাহী পরিষদ সদস্যগণের দায়িত্ব উপধারা-'ঙ' অনুযায়ী পালন করিতে হইবে।

(১০) নির্বাহী পরিষদের কোন পদ খালি থাকিলে তাহার জন্য কোন ক্রমেই ঐ নির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্তসমূহ এবং বিভিন্ন কার্যাবলী বাতিল হইয়া যাইবে না।

ঘ. নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

(১) নির্বাহী পরিষদ চেয়ারম্যান/সেক্রেটারি জেনারেল কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠক বসিবে। সেক্রেটারি জেনারেল কমপক্ষে সাত দিন পূর্বে সভার আলোচ্যসূচি সবাইকে জানাইবেন। জরুরি প্রয়োজনে চেয়ারম্যানের নির্দেশে কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে সভা ডাকা যাইতে পারে। ২/৩ অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

(২) প্রশাসন, প্রচার-প্রচারণা ও সদস্য সংক্রান্ত বিষয়টি রুটিন মাফিক সমুদয় কাজ এবং যেসব বিষয় সাধারণ পরিষদে পাঠানো যাইতে পারে তাহা সুপারিশ করা।

(৩) বাজেটের আওতায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করা।

(৪) বার্ষিক/বিশেষ সাধারণ সভায় (এজিএম/ইজিএম) পেশ করার আগে বাজেট, মাসিক ক্যাশ হিসাব, বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক হিসাব ও ব্যালেন্স শিট, গঠনতন্ত্রের ধারা ও বাইলজ এবং হস্তান্তরযোগ্য দলিল-দস্তাবেজ নিরীক্ষা ~~পরীক্ষা~~, অনুমোদন ও সুপারিশ করা।

(৫) রাওয়ার কোন কর্মচারী নিয়োগ, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত (টারমিনেশন) এবং চাকরিচ্যুত (ডিসমিস) করা। জরুরি প্রয়োজনে সেক্রেটারি জেনারেল চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত এবং সাময়িক নিযুক্তি দিতে পারিবেন এবং পরবর্তী নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

(৬) গঠনতন্ত্রের আওতায় সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন।

(৭) রাওয়ার সকল বা যেকোন লক্ষ্য ও আদর্শ অর্জনের জন্য তহবিল সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা এবং ব্যয় করা।

(৮) রাওয়ার নামে কোন তফসিলী ব্যাংক বা পোস্ট অফিসে ব্যাংক ~~একাউন্ট~~ হিসাব (চলতি, সঞ্চয়ী, স্থায়ী আমানত, বিনিয়োগ) খোলা ও পরিচালনা করা। এইসব ~~একাউন্ট~~ হিসাব চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি জেনারেল এবং ট্রেজারার এই তিন জনের মধ্যে যেকোন দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালনা করা হইবে।

(৯) উপস্থিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই সকল তহবিল ট্রাস্ট আইনের অধীনের সিকিউরিটি বন্ড, পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকে স্থায়ী আমানত কিংবা উপযুক্ত পোস্টাল সার্টিফিকেটে বিনিয়োগ করা।

(১০) প্রয়োজনবোধে যেকোন সময়ে চলতি হিসাবে অর্থ বৃদ্ধি, কোন জরুরি প্রয়োজন মিটানো এবং কোন স্থায়ী আমানত, সিকিউরিটি বা পোস্টাল সার্টিফিকেট বিন্যাস করার জন্য এই সকল সিকিউরিটি এবং আমানতের বিপরীতে সুদসহ বা সুদবিহীন ঋণ গ্রহণ করা।

(১১) রাওয়ার লক্ষ্য ও আদর্শ পূরণের জন্য জরুরি প্রয়োজনে সরকার, স্থানীয় সংস্থাসমূহ, ব্যাংক কিংবা কোন ব্যক্তির কাছ হইতে সুদসহ বা সুদবিহীন তহবিল/মঞ্জুরী/ঋণ গ্রহণ।

(১২) রাওয়ার প্রয়োজনে কোন ভবন বা জমি ক্রয়, অধিগ্রহণ বা ইজারা গ্রহণ।

(১৩) রাওয়ার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দেখাশোনা করা এবং রাওয়ার মালিকানাধীন সম্পত্তি রাওয়ার স্বার্থে ভাড়া দেয়া।

(১৪) সকল শ্রেণির সদস্যপদের আবেদন পত্র অনুমোদন করা। রাওয়ার আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোন প্রতিষ্ঠান বা রাওয়াকে এফিলিয়েশন প্রদান করা।

(১৫) কোন বিধিবদ্ধ বা সংযুক্ত রাওয়ার পক্ষে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি দখলে রাখা।

(১৬) প্রয়োজন মনে করিলে নির্বাহী পরিষদের সদস্য বা প্রতিষ্ঠাকালীন/আজীবন সদস্য ও তাঁহাদের স্ত্রীদের লইয়া উপ-কমিটি গঠন করিয়া তাঁহাদেরকে কাজে নিয়োজিত করা।

(১৭) বছরের যেকোন সময়ে নির্বাহী পরিষদ/উপ-কমিটিসমূহের কোন পদ শূন্য হইলে তাহা পূরণ করা।

(১৮) নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ব্যবহারের প্রয়োজনে কোন প্রমিসরি নোট, বিল অব এক্সচেঞ্জ এবং অন্য কোন হস্তান্তরযোগ্য দলিল ও এই ধরণের অন্যান্য দলিলপত্র তৈরী, গ্রহণ, অনুমোদন ও বাস্তাবায়ন।

(১৯) অবৈতনিক বা বৈতনিক চার্টার্ড/ রেজিস্টার্ড একাউন্টেন্টদের অডিটর নিয়োগ করা যাহারা রাওয়ার হিসেবপত্র নিয়মসিদ্ধ মোতাবেক অডিট করিবেন। সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে এই অডিটর নিয়োগ করা হইবে। এছাড়াও প্রতি বছরের জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অভ্যন্তরীণ হিসাব ও নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হিসাব নিরীক্ষা সম্পন্ন করা।

(২০) বিদেশে কোন সম্মেলন বা প্রাক্তন চাকুরিজীবীদের সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সদস্য নিয়োগ করা এবং প্রয়োজন হইলে তাহার ভ্রমণ ব্যয় পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রদান করা।

(২১) রাওয়ার পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোন উকিল বা আইনি ফার্ম নিয়োগ করা এবং এই ব্যাপারে যাবতীয় খরচ ও চার্জ প্রদান করা। সাধারণ পরিষদের পূর্বানুমোদন ছাড়া রাওয়ার কোনরূপ সম্পত্তি বিক্রয় বা মর্টগেজ দেওয়া যাইবে না।

(২২) কোন ট্রাস্ট গঠন ও পরিচালনা, ট্রাস্টির নিয়োগ ও তাঁহাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে তাঁহাদের কাউকে বা সবাইকে অপসারণ।

(২৩) রাওয়ার যেকোন বা সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সব রকম নির্বাহী ও প্রশাসনিক কাজের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা।

(২৪) রাওয়ার গঠনতন্ত্র ও আইনে উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নের জন্য সময়ে সময়ে গঠনতন্ত্রের সহিত সংগতি রাখিয়া বাইলজ প্রণয়ন করা।

(২৫) নির্বাহী পরিষদ তাহার সকল কাজ ও সিদ্ধান্তের জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট জবাবদিহি করিবে, তবে কোন বিশেষ বা অধিভুক্ত রাওয়ার নিকট তাহাদের কাজ ও সিদ্ধান্ত জন্য কারণ দর্শাইতে হইবে না।

(২৬) নির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের আলোকে গঠিত সকল ধরণের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট/প্রতিবেদন/সুপারিশগ্রহণ/

অনুমোদন/বাতিলকরণ। তবে সাধারণ পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে গঠিত সকল কমিটি/বোর্ডের প্রতিবেদন নির্বাহী পরিষদের মতামত/ সিদ্ধান্ত সহকারে ~~তাঁহা~~ সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

(২৭) রাওয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বর্ণিত গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা ও উহার নীতিমালা প্রণয়ন, সংগঠন এবং অর্থায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(২৮) রাওয়ার সকল প্রকার প্রশাসনিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত/নীতিমালা বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োজিত কার্যালয়ের(রাওয়া কার্যালয়) তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করা। রাওয়া কার্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ নিম্নরূপ হইবে:

(ক) রাওয়ার সকল অপারেশনাল, প্রশাসনিক, সংস্থাপন এবং সেক্রেটারিয়েট এর দায়িত্ব পালন করা।

(খ) নির্বাহী পরিষদের পক্ষে মৌলিক নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ, সমন্বয় এবং তথ্যের দায়িত্ব পালন করা।

ঙ. <u>নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য</u>:

(১) <u>চেয়ারম্যান</u>:

(ক) চেয়ারম্যান হচ্ছেন রাওয়ার গঠনতান্ত্রিক প্রধান। নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্য চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(খ) চেয়ারম্যান রাওয়ার সকল বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) এবং নির্বাহী পরিষদের সভা ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(গ) সকল সভায় ভোটের ফলাফল সম্পর্কে চেয়ারম্যানের ঘোষণা চূড়ান্ত বিবেচিত হইবে যদি না তাৎক্ষণিকভাবে কেহ সেইরূপ ঘোষণা চ্যালেঞ্জ করিয়া পুনরায় ভোটের জন্য দাবি না করেন।

(ঘ) চেয়ারম্যানের স্বাভাবিক ভোটদানের অধিকার ছাড়াও নির্ধারক ভোটের অধিকার থাকিবে।

(ঙ) চেয়ারম্যানের কোন সভা মূলতবী করার বা কোন বিষয়ে বির্তক স্থগিত করার ক্ষমতা থাকিবে যদি না উপস্থিত ভোট দাতাদের দুই-তৃতীয়াংশ তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে।

(চ) চেয়ারম্যান জরুরি অবস্থায় যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে ~~নিতে~~ পারিবেন এবং সেই সিদ্ধান্ত ~~তা~~ পরবর্তী নির্বাহী কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

(ছ) সুষ্ঠুভাবে রাওয়া পরিচালনার জন্য কোন সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ অন্য কোন সদস্যের মধ্যে বন্টন করিতে পারিবেন।

(জ) ৪৫ দিনের নোটিশে বার্ষিক সাধারণ পরিষদের সভা (এজিএম), ন্যূনতম ২১ দিনের নোটিশে বিশেষ সাধারণ পরিষদের সভা (ইজিএম) এবং ন্যূনতম ০৭ দিনের নোটিশে নির্বাহী পরিষদ সভা এবং ন্যূনতম ২৪ ঘণ্টার নোটিশে জরুরি নির্বাহী পরিষদ সভা ডাকিতে পারিবেন।

(২) **<u>সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান</u> :**

(ক) চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন এবং চেয়ারম্যান যে দায়িত্ব প্রদান করেন তাহা পালন করিবেন।

(খ) তিনি নির্বাহী পরিষদের নির্দেশিকা মোতাবেক রাওয়া কল্যাণ বিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবেন।

(গ) তিনি চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে রাওয়ার ক্লাব সংক্রান্ত সার্বিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান করিবেন।

(৩) **<u>ভাইস চেয়ারম্যানগণ (সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী)</u>:**

(ক) রাওয়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নিজ নিজ বাহিনীর সদর দপ্তরের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয় করিবেন।

(খ) চেয়ারম্যান ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) চেয়ারম্যান যে দায়িত্ব প্রদান করিবেন তাহা পালন করিবেন এবং এই ব্যাপারে তাহাকে সহায়তা করিবেন।

(ঘ) চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত রাওয়ার বিভিন্ন সার্ভিস (যেমন: ডেভেলপমেন্ট, গেমস এন্ড স্পোর্টস, কালচারাল এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট, ফুড এন্ড বেভারেজ, লাইব্রেরি এন্ড পাবলিকেশন এবং ওয়েলফেয়ার) সংক্রান্ত সকল কর্মকান্ড সমন্বয় করিবেন।

RAOWA DHAKA 09.10.24

(৪) **<u>সেক্রেটারি জেনারেল:</u>** তিনি রাওয়ার প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করিবেন। সংক্ষেপে তাঁহার দায়িত্ব নিম্নরূপ :

(ক) রাওয়ার সকল সম্মেলন ও সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(খ) রাওয়ার সকল সভার সিদ্ধান্ত এবং কার্যবিবরণী সঠিকভাবে সংরক্ষণ করিবেন এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপযুক্ত কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(গ) রাওয়ার সদস্যদের নাম ও ঠিকানা সঠিকভাবে সংরক্ষণ এবং সাধারণ পরিষদ, নির্বাহী পরিষদ এবং উপ কমিটিসমূহের সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করিবেন।

(ঘ) তিনি সাধারণভাবে নির্বাহী পরিষদের সহযোগিতায় রাওয়াকে গতিশীলভাবে সংগঠিত করণের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(ঙ) রাওয়ার প্রশাসন ও নীতি সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবেন।

(চ) রাওয়ার পক্ষে সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

(ছ) রাওয়ায় ~~কার্যালয়ে~~ কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী যাহারা তাঁহার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন তাহাদের উপযুক্ত রেজিস্টার ও রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন। জরুরি প্রয়োজনে সেক্রেটারি জেনারেল চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে যেকোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত এবং সাময়িক নিযুক্তি দিতে পারিবেন এবং পরবর্তী নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

(জ) রাওয়ার সকল বই-পত্র ও রেকর্ড হেফাজতে রাখিবেন।

(ঝ) বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য রাওয়ার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিষদের সভায় উত্থাপন করিবেন।

(ঞ) বিভিন্ন সহযোগী এবং অধিভুক্ত সংস্থাসমূহের ~~কাজ-কর্ম~~ কর্মকাণ্ড এবং তাহাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করিবেন।

(ট) ট্রেজারারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং নিশ্চিত করিবেন যে, রাওয়ার পক্ষ হইতে যে সকল চেক এবং

RAOWA DHAKA 09.10.24

হস্তান্তরযোগ্য দলিলপত্র ইস্যু করা হয় তাহা নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রাধিকৃত ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন।

(ঠ) রাওয়ার সকল সম্পত্তির রক্ষক হিসেবে কাজ করিবেন।

(ড) নির্বাহী পরিষদ অন্য কোন দায়িত্ব দিলে তাহা পালন করিবেন।

(ঢ) রাওয়া কোন মামলা করিলে কিংবা রাওয়ার বিরুদ্ধে কোন মামলা হইলে তাহা সেক্রেটারি জেনারেলের নামে হইবে।

(ণ) নির্বাহী পরিষদের সাথে পরামর্শ এবং অনুমোদনক্রমে তিনি কোন আইনি আদালতে মামলা ও অন্যান্য কার্যক্রমে রাওয়ার প্রতিনিধিত্ব করিবেন। তিনি নির্বাহী পরিষদের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন মামলা বা সংশিষ্ট কার্যক্রমে আপোষ করিতে পারিবেন না।

(ত) তিনি চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে ন্যূনতম ১৫ দিনের নোটিশে সাধারণ পরিষদের সভা (এজিএম), ন্যূনতম ২১ দিনের নোটিশে বিশেষ সাধারণ পরিষদের সভা (ইজিএম) এবং ন্যূনতম ০৭ দিনের নোটিশে নির্বাহী পরিষদের সভা এবং ন্যূনতম ২৪ ঘন্টার নোটিশে জরুরি নির্বাহী পরিষদের সভা ডাকিবেন।

~~**(৪) অন্যান্য পদাবলী:** নির্বাচিত সদস্যদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যাধিক্য, সদস্যের আগ্রহ ও চেয়ারম্যানের বিবেচনায় নির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন পদের মনোনয়ন দেওয়া হইবে। সংস্থার চেয়ারম্যান তাহার বিবেচনায়/উদ্ভুত পরিস্থিতিতে পদায়নকৃত মনোনয়ন পরিবর্তন করিতে পারিবেন। উল্লেখিত পদসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নেবর্ণিত হইলঃ~~

(৫) ট্রেজারার:

(ক) তিনি রাওয়ার সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং সমুদয় তহবিলের পরিচালনা এবং নিরাপত্তা বিধানের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(খ) তিনি নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত কোন তফসিলী ব্যাংক/ব্যাংকসমূহে রাওয়ার তহবিল জমা রাখিবেন।

RAOWA DHAKA 09.10.24

(গ) তিনি ক্যাশ বই, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেজিস্টার এবং আদায় ও ব্যয়ের রশিদ লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবেন।

(ঘ) তিনি সমুদয় সংগৃহীত অর্থ ব্যাংকে জমা করিবেন। তিনি ধারা-১৩ প্রাধিকৃত পরিমাণের উপরে দুই কর্মদিবসের সঞ্চয়ের বেশি কিছুতেই রাওয়ার ক্যাশে রাখিতে পারিবেন না।

(ঙ) তিনি সমুদয় হিসাবের উপযুক্ত ভাউচার সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(চ) তিনি হিসাবপত্র যে কোন সময় নিরীক্ষার ~~পরীক্ষার~~ জন্য প্রস্তুত রাখিবেন।

(ছ) ব্যাংক হিসাব পরিচালনায় কোন সমস্যা বা অসুবিধা দেখা দিলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে চেয়ারম্যানকে অবহিত করিবেন।

(জ) তিনি রাওয়ার বিভিন্ন হিসাব (একাউন্টস) এবং ক্রয় নীতিমালা ~~একাউন্টস বিধি ও পারচেজ বিধি~~ হালনাগাদ রাখিবেন এবং সেইসব নীতিমালার ~~বিধির~~ যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করিবেন।

(ঝ) তিনি চেয়ারম্যান ও অন্যান্য নির্বাহী কমিটির সদস্যদের সহিত পরামর্শক্রমে রাওয়ার বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করিবেন এবং নির্বাহী পরিষদ অনুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

(৬) জয়েন্ট সেক্রেটারি:

(ক) তিনি রাওয়ার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(খ) তিনি সেক্রেটারি জেনারেলের অবর্তমানে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁহার (সেক্রেটারি জেনারেল) সকল ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(গ) তিনি সেক্রেটারি জেনারেলের নির্দেশক্রমে রাওয়ার দৈনন্দিন কার্যক্রমে তাঁহাকে সহায়তা করিবেন।

(ঘ) তিনি প্রত্যেক নির্বাহী পরিষদের সভার পূর্বে সদস্যপদের আবেদন পত্র অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

(ঙ) রাওয়া এর ওয়েব সাইট নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং এর বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ বিধি মোতাবেক ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে যথাযথভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

(৭) মেম্বার ডেভেলপমেন্ট: নির্বাহী পরিষদের নির্দেশনা মোতাবেক সকল প্রকার রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(৮) মেম্বার গেমস্ এন্ড স্পোর্টস: রাওয়া মেম্বার ও তাহাদের পরিবারবর্গের অংশগ্রহণে রাওয়া পরিচালিত গেমস্ এন্ড স্পোর্টসের দায়িত্বে থাকিবেন।

(৯) মেম্বার কালচারাল এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট: নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাওয়ার সকল প্রকার কালচারাল ইভেন্ট এবং এন্টারটেইনমেন্ট প্রোগ্রামের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(১০) মেম্বার ফুড এন্ড বেভারেজ: নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাওয়া ফুড এন্ড বেভারেজ সংক্রান্ত সকল প্রকার কর্মকান্ডে দায়িত্ব পালন করিবেন। ~~নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভাইস চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধায়নে রাওয়া বার এবং বেভারেজ বিভাগের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিবেন।~~

(১১) মেম্বার লাইব্রেরি এন্ড পাবলিকেশন: নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাওয়া লাইব্রেরির সুষ্ঠু পরিচালনা ও যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করার পাশাপাশি গণমাধ্যম এবং জনসংযোগ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদন করিবেন।

(১২) মেম্বার ওয়েলফেয়ার: নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধায়নে রাওয়ার সকল প্রকার কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করিবেন।

~~**(১৩) মেম্বার আইটি:** রাওয়া এর ওয়েব সাইট নিয়মিত হালনাগাদ করণ এবং এর বিভিন্ন কার্যক্রম সমূহ বিধি মোতাবেক ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে যথাযথভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা।~~

(১৩) মেম্বারগণ (সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী): ~~কোন নির্দিষ্ট দায়িত্ব নাই। তবে~~ নির্বাহী কমিটি বা চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন।

ধারা-৯: নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন:

ক। **নির্বাচন পদ্ধতি:** নির্বাহী পরিষদের ~~নির্বাচনযোগ্য~~ পদে সাধারণ পরিষদ দ্বারা গোপন ব্যালট এর মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন। নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন মনে করিলে ~~সুবিধাজনক সময় হইতে~~ ই-ভোটিং এর মাধ্যমেও ভোট গ্রহণ করিতে পারিবেন। নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দের নির্বাচন ও অবসর গ্রহণ নিম্নরূপভাবে অনুষ্ঠিত হইবে:

(১) নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন এক পর্বে প্রতি দুই বছর পর পর ৩০ ডিসেম্বর বা তার পূর্বে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) উন্মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে ~~মনোনীত পদ ব্যতিত~~ সকল সদস্যবৃন্দ একত্রে নির্বাচিত হইবেন।

খ। **নির্বাচন প্রক্রিয়া:**

(১) নির্বাচনের সময় রঙিন ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে এবং সংগঠনের কমিটি গঠনের পূর্বে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে। নির্বাচনের দিন নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গোপন ভোটের মাধ্যমে অথবা সর্বসম্মতিক্রমে দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা বা নির্বাচনী সভার মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হইবে

(৩) একজন সদস্য একটি পদে একটি মাত্র ভোট প্রদান করিবেন। কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট প্রদান করা যাইবে না।

(৪) **কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ:** কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের তারিখ থেকে পরবর্তী ২ (দুই) বছর পর্যন্ত কমিটির মেয়াদ বহাল থাকবে। কমিটির এই মেয়াদকালের মধ্যেই পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইবে। ~~কার্যনির্বাহীপরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩ মাস পূর্বে সেনাসদর এর সাথে সমন্বয় পূর্বক নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন এবং নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করিবে।~~

(৫) **সর্বশেষ অনুমোদিত কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ:** অনিবার্য কারণ বশতঃ নির্বাচিত ও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে রাওয়ার নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে নির্বাচিত কমিটি সাধারণ পরিষদের মোট সদস্যের ন্যূনতম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের সমর্থনে ও অনুমোদনে শুধুমাত্র নির্বাচনের জন্য নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ ৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করিয়া বর্ধিতকালীন সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিবেন। তবে এ সময় বৃদ্ধি ১ (এক) বারের বেশি নহে।

RAOWA DHAKA 09.10.24

(৬) **কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকালীন নির্বাচন :** রাওয়ার সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষ পদত্যাগ করিলে অথবা কার্যনির্বাহী কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য পদত্যাগ করিলে অথবা কমিটি বা কমিটির কোন সদস্য দুর্নীতিগ্রস্থ হইলে/গঠনতন্ত্র বহির্ভূত কার্যক্রমে লিপ্ত হইলে রাওয়ার সাধারণ পরিষদ প্রয়োজনে মোট সাধারণ সদস্যের ন্যূনতম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের সমর্থনে সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি মেয়াদকালীন সময় কমিটির পুনর্গঠন অথবা ভাঙিয়া দিয়া নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবেন।

~~(৬) **নির্বাহী পরিষদের মেয়াদকালীন পুণঃ মনোনয়ন/নির্বাচনঃ** নির্বাহী পরিষদের মনোনীত কোন পদে অধীষ্ঠিত কোন ব্যক্তি নির্বাহী পরিষদের মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার পূর্বে স্বেচ্ছায় বা দূর্নীতি/শৃংখলা বহির্ভূত কোন অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ্য হইলে বা অন্য কোন কারণে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে উক্ত পদে একই পদ্ধতিতে মনোনয়ন প্রদান করা হইবে। নির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য পদত্যাগ করলে অথবা কমিটি বা কমিটির কোন সদস্য দুর্নীতি গ্রস্থ হলে/গঠনতন্ত্র বহির্ভূত কার্যক্রমে লিপ্ত হলে সংস্থার সাধারণ পরিষদ প্রয়োজনে মোট সাধারণ সদস্যের ন্যূনতম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের সমর্থনে সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি মেয়াদকালীন সময় পুনর্গঠন অথবা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবেন।~~

(৭) **নির্বাচন কমিশন :** নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ~~তিন মাস পূর্বে সেনাসদরের সাথে সমন্বয় পূর্বক চাকুরীরত যেকোন মেজর জেনারেল/ সমমর্যাদার কর্মকর্তাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হইবে।~~ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে ~~সাধারণ পরিষদের অথবা~~ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে ~~০৩ (তিন) /~~ ০৫ (পাঁচ) / ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হইবে। এদের মধ্যে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য সকলে নির্বাচন কমিশনার থাকিবে। ~~সংস্থার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবেন না এমন সদস্য অথবা সংস্থার সদস্য নন এমন ০৩ (তিন) / ০৫ (পাঁচ) / ০৭ (সাত) জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। প্রয়োজনে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচন কমিশন গঠন করা যাবে।~~

(৮) রাওয়ার প্রয়োজনে সাধারণ পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন করিতে পারিবেন।

RAOWA DHAKA 09.10.24

(৯) নির্বাচনের পর নির্বাচনের ফল ঘোষণা করিতে হইবে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশন বিলুপ্ত হইবে।

~~**(১০)** কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবেন না এমন সদস্য অথবা সংগঠনের সদস্য নন এমন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নির্বাচন কমিশনের সদস্য হইবেন।~~

(১০) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করিবেন এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করিবেন।

(১১) দুই প্রার্থী নির্বাচনে সমান সংখ্যক ভোট পাইলে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল চূড়ান্ত করা হইবে।

(১২) বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদ নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন।

(১৩) নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমোদনের জন্য ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

গ। **ভোটের প্রণালী :**

(১) **ভোট গণনা :**

(ক) ভোট প্রদানের সময় পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোট গণনা শুরু হইবে এবং তাহা সকল ভোট গণনা হওয়া পর্যন্ত চলিবে। ভোট গণনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন কমিশন ফলাফল শিট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(খ) ভোট গণনা শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচিত সদস্যদের নাম নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে।

(২) **ভোটার:** নির্বাহী পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচনে ভোটার হওয়ার যোগ্যতা নিম্নরূপ হইবে:

(ক) সকল প্রতিষ্ঠাকালীন এবং আজীবন সদস্যগণ যাহারা রাওয়া এবং ইহার সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাচনী বছরের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সকল বকেয়া পরিশোধ করিয়াছেন তাহারা নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন।

(খ) নির্বাচনের নির্ধারিত ~~প্রকৃত~~ তারিখের ১০ দিন পূর্বে ভোটার তালিকা রাওয়ার নোটিশ বোর্ডে ~~টাঙানো~~ দৃশ্যমান থাকিবে।

RAOWA DHAKA 09.10.24

(৩) <u>সদস্যদের রেজিস্টার:</u> রাওয়ার সদস্যদের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হইবে যাহা বার্ষিক সাধারণ সভার ১৫ দিন পূর্বে তালিকাভুক্তি বন্ধ রাখা হইবে এবং ঐ সময়ে রেজিস্টারে কোন নতুন নাম লিপিবদ্ধ করা হইবে না। এছাড়া, ধারা-৭ অনুযায়ী যে সকল সদস্য বাদ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম তালিকায় থাকিবে না।

<u>ধারা-১০ : পৃষ্ঠপোষক</u> : প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সেনাবাহিনী প্রধান এবং অন্য ৩ জন (সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধান কর্তৃক মনোনীত PSO/ সম পদমর্যাদার কর্মকর্তা) পৃষ্ঠপোষক এর আসন অলঙ্কৃত ~~হিসেবে দায়িত্ব পালন~~ করিবেন।

<u>ধারা-১১ : সাধারণ সভার নিয়মাবলী</u> :

ক। <u>বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম):</u>

(১) রাওয়ার বার্ষিক সাধারণ সভা বছরে একবার নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে। রাওয়ার সেক্রেটারি জেনারেল সভার ন্যূনতম ৪৫ দিন পূর্বে রাওয়ার সকল সদস্যকে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তারিখ সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

(২) কোন সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উত্থাপনের জন্য কোন প্রস্তাব দিতে চাহিলে তাহা উক্ত সভা অনুষ্ঠানের ন্যূনতম ৩০ দিন পূর্বে সেক্রেটারি জেনারেলের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৩) বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যসূচি প্রস্ততকালে নির্বাহী পরিষদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্ধারণের অধিকার থাকিবে:

(ক) কার্যসূচিতে যে সকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হইবে তাহার ক্রম নির্ধারণ করা।

(খ) একই বিষয়ে কিংবা তাহার অংশ বিশেষের সমুদয় প্রস্তাব সমন্বয় করিয়া এক বা ততোধিক প্রস্তাব প্রণয়ন করা।

(গ) রাওয়ার লক্ষ্য ও আর্দশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নহে অথবা অনিয়মিত বা বিধিবহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইলে প্রস্তাব বাতিল করা।

(ঘ) সাধারণ পরিষদের বিবেচিত হইতে পারে এমন কোন প্রস্তাব প্রণয়ন ও বিলি করা।

(৪) সেক্রেটারি জেনারেল বার্ষিক সাধারণ সভার ন্যূনতম ১৫ দিন পূর্বে সভার কার্য সূচি উল্লেখ পূর্বক সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য প্রস্তুতকৃত সমুদয় নথিপত্র সংযুক্ত করত: সভার নোটিশ প্রদান করিবেন।

RAOWA DHAKA 09.10.24

(৫) বার্ষিক সাধারণ সভায় ~~মোট সদস্যের~~ ১০০ (একশত) জন সদস্য অথবা মোট সদস্যের ২৫% (পঁচিশ) ~~শতাংশ~~ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

(৬) যদি বার্ষিক সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টার মধ্যে কোরাম পূরণ না হয় তাহা হইলে সেদিনের মত সভা মুলতবী ঘোষণা করা হইবে এবং পরের সপ্তাহের একই দিন, একই সময়ে ও একই স্থানে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৭) সকল সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত হইবে।

(৮) বার্ষিক-সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুষ্ঠিত হইবে:

(ক) পূর্বের সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

(খ) পূর্বের বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং হিসাব বিবরণীর অডিটকৃত এবং প্রত্যায়িত ব্যালেন্স শিট উপস্থাপন ও পাশ করা।

(গ) পরবর্তী বছরের অডিটর নিয়োগ ও ফি নির্ধারণ।

(ঘ) পরবর্তী বছরের জন্য আইনি ফার্ম/আইন পরামর্শক এবং অভ্যন্তরীণ অডিট ও নিরীক্ষা কমিটি নিয়োগ করা।

(ঙ) প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(চ) চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিষয়ের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(ছ) সময় হওয়া সাপেক্ষে নির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচন।

খ। <u>বিশেষ সাধারণ সভা (Extraordinary General Meeting)</u>:

(১) সাধারণ পরিষদ কিংবা চেয়ারম্যান যখন প্রয়োজন এবং অপরিহার্য মনে করিবেন তখনই বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিতে পারিবেন।

(২) এই ধরণের সভা রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত কমপক্ষে ৩০ শতাংশ সদস্যের দাবি অনুযায়ীও ডাকা যাইতে পারে।

(৩) বার্ষিক সাধারণ সভার মত একই পদ্ধতিতে এই সভা আহবান করা যাইতে পারে এবং সভা পরিচালনার ব্যাপারে একই রীতিনীতি অনুসরণ করা হইবে। কেবল সর্বনিম্ন ২১ দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশে সভার বিশেষ উদ্দেশ্য উল্লেখ করিতে হইবে এবং উক্ত সভার নোটিশে উল্লেখিত বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয় আলোচনা করা যাইবে না।

09.10.24

(৪) বিশেষ সাধারণ সভায় যেসকল বিষয় উত্থাপন করা হইবে সদস্যগণ সেই ব্যাপারে সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে নোটিশ পাঠাইবেন এবং সভা ডাকার অনুরোধ জানাইবেন।

(৫) ~~বার্ষিক~~ বিশেষ সাধারণ সভায় ন্যূনতম ১০০ (একশত) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

(৬) নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে ~~যদি কোন~~ অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের জন্য বিশেষ সাধারণ সভা ডাকিতে ~~হয় তাহা~~ হইলে কমপক্ষে রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত ৩০ শতাংশ সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত পিটিশন প্রয়োজন হইবে এবং সভায় উপস্থিত ৭৫ শতাংশ সদস্যের ভোটে প্রস্তাব পাশ হইতে হইবে।

গ। **কার্যবিবরণী এবং তাহার প্রমাণ/স্বাক্ষর:** বার্ষিক/ বিশেষ সাধারণ সভা এবং নির্বাহী পরিষদসমূহের সভার সকল মিনিটস, কার্যবিবরণী এবং প্রস্তাবসমূহ যাহা চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি জেনারেল কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং সেই সকল মিনিটস সকল ~~প্রতিষ্ঠাকালীন~~ আজীবন সদস্যদের জ্ঞাতার্থে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। সকল মিনিটস সংশ্লিষ্ট সভাসমূহের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে পরিগণিত হইবে।

ধারা-১২: সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা: সাধারণ পরিষদ হইবে রাওয়ার সর্বোচ্চ পরিষদ। ~~সংস্থার সকল নিয়মিত~~ শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠাকালীন এবং আজীবন সদস্যবৃন্দ সাধারণ পরিষদের সদস্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন। ~~প্রধান পৃষ্ঠপোষকের অনুমোদন সাপেক্ষে~~ সাধারণ পরিষদের নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের কার্যাবলী/প্রস্তাব অনুমোদন করা বা না করার এবং রাওয়ার গঠনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষমতা থাকিবে।

ধারা-১৩ : আর্থিক প্রশাসন ও তহবিল ব্যবস্থাপনা:

ক। রাওয়া তাহার কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত যে কেনো উপায়ে বা নির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্তক্রমে অন্য কোন আইনসম্মত উপায়ে তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে:

(১) সদস্যদের চাঁদা ও অধিভুক্ত সংস্থাসমূহের চাঁদা।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সশস্ত্রবাহিনী সদর দপ্তরের নিকট আবেদনের মাধ্যমে।

(৩) বিনিয়োগ ও সেবাখাত থেকে প্রাপ্ত আয়।

(৪) খেলাধূলা, প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, নৃত্য, উৎসব এবং অন্যান্য সৃজনশীল সামাজিকভাবে অনুমোদিত বিনোদনের মাধ্যমে।

(৫) বই, ম্যাগাজিন, জার্নাল, সাময়িকী, সংবাদপত্র প্রকাশনা ও উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে।

(৬) অনুদান/উপহার।

(৭) বৈদেশিক সাহায্য ও অনুদান গ্রহণের মাধ্যমে।

09.10.24

খ। **তহবিল ব্যবস্থাপনা:** রাওয়ার সকল তহবিল ও সম্পত্তি রাওয়ার কার্যাবলী পরিচালনার জন্য নির্বাহী পরিষদের কাছে ট্রাস্ট হিসেবে ন্যস্ত থাকিবে।

গ। **তহবিল বৃদ্ধি:** রাওয়ার তহবিল বৃদ্ধির নিমিত্তে তহবিল সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যয় কিংবা কোন অনুষ্ঠান, সামাজিক বিনোদন, প্রতীক বিক্রি করা, কিংবা সব রকম চাঁদা অনুদান ও উপহার নেওয়ার জন্য বৈধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ঘ। **হিসাব :**

(১) রাওয়ার তহবিল নির্বাহী পরিষদের অনুমোদিত তফসিলী ব্যাংকে রাওয়ার নামে সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবে জমা থাকিবে।

(২) এইসব হিসাব ~~একাউন্ট~~ চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি জেনারেল এবং ট্রেজারার এই তিন জনের মধ্যে যে কোন দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালনা করা হইবে।

(৩) রাওয়ার তহবিলে ~~ক্যাশে~~ একসঙ্গে নগদ ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ মাত্র) টাকার বেশি রাখা যাইবে না। এইক্ষেত্রে যাবতীয় খরচ যথাযথভাবে সমন্বয় করিতে হইবে।

(৪) **মঞ্জুরি ক্ষমতা:** রাওয়ার পক্ষে তহবিলসমূহ হইতে ব্যয়ের মঞ্জুরি ক্ষমতা নিম্নরুপ হইবে:

(ক) সাধারণ পরিষদ - যেকোন পরিমাণ।

(খ) নির্বাহী পরিষদ -২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ মাত্র) টাকা এবং অনুমোদিত বাজেটের আওতায় যেকোন পরিমান।

(গ) চেয়ারম্যান জরুরি প্রয়োজনে ৫,০০,০০০.০০/- (পাঁচ লক্ষ মাত্র) টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন।

(ঘ) জরুরি প্রয়োজনে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি জেনারেল ও ট্রেজারার এর মধ্যে যেকোন ২ জন যৌথভাবে- ২০০,০০০.০০/- (দুই লক্ষ মাত্র) টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন।

(৫) নির্বাহী পরিষদ বিস্তারিত ব্যয়ের পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

(৬) বার্ষিক বাজেটের অন্তর্ভূক্ত অনির্ধারিত বিবিধ খাতে সর্বমোট বার্ষিক ব্যয় ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ মাত্র) টাকার অধিক হইবে না।

ঙ। **ব্যয় নির্ধারণ পদ্ধতি:** সাধারণ পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে রাওয়ার ~~সাধারণ~~ তহবিল নিম্নলিখিত খাত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে না :

(১) কর্মচারীদের বেতন, ভাতা অথবা হিসাব নিরীক্ষাসহ প্রশাসনিক কাজের জন্য ব্যয়।

(২) রাওয়া কোন মামলার বাদী বা বিবাদী হওয়ার কারণে রাওয়ার অথবা রাওয়ার কোন সদস্য রাওয়ার অধিকার রক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট

RAOWA DHAKA 09.10.24

দাপ্তরিক কাজের জন্য বিবাদী/বাদী হওয়ার কারণে মামলা পরিচালনার প্রয়োজন হইলে।

(৩) রাওয়া অফিস, ক্লাব ও লাইব্রেরিতে সংবাদপত্র, সাময়িকী এবং ম্যাগাজিন রাখার জন্য।

(৪) রাওয়ার কোন সাব-কমিটি বা সদস্য রাওয়ার কোন দাপ্তরিক কাজের জন্য কোন ব্যয় করিলে তাহা পরিশোধের জন্য।

(৫) গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত রাওয়ার কোন বা সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যয় করিলে।

চ। **অডিট:**

(১) রাওয়ার সকল হিসাব/নিকাশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন হিসাব রাওয়া (অডিট ফার্ম) দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করা হইবে। এই ধরনের হিসাব নিরীক্ষা বার্ষিক ভিত্তিতে হইবে। নিরীক্ষা শেষে প্রতিবেদন নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) তিন থেকে পাঁচজন সদস্য সম্বলিত অভ্যন্তরীণ অডিট এবং নিরীক্ষা কমিটি বা IAOC (Internal Audit & Oversight Committee) প্রতি এক বছরের জন্য সাধারণ পরিষদ দ্বারা গঠিত হইবে।

(৩) IAOC ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অডিট সম্পন্ন করিয়া নির্বাহী পরিষদের নিকট উপস্থাপন করিবে এবং উহার ০১ কপি রাওয়ার বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য মনোনিত অডিট ফার্মকে প্রদান করিবে।

ধারা-১৪ : বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান বিষয়ক :

ক। বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণ করা হইবে। বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে সংস্থাটি সরকারের যে কোন সিডিউল ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করিবে।

খ। **প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী এবং সমর অভিজ্ঞ সৈনিকদের আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্ক:** রাওয়া নির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্তক্রমে ওয়ার্ল্ড ভেটেরান ফেডারেশন (World Veterans Federation), ব্রিটিশ কমনওয়েলথ প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী সমিতি (British Commonwealth Ex-Services Association) এবং এরূপ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রাক্তন সৈনিক সংস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত হইতে পারে। নির্বাহী পরিষদ এই সকল সংস্থার সাথে রাওয়ার সদস্যপদ যেকোন সময়ে ছিন্ন করিতে পারিবে।

গ। **অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিত্ব:** কোন সদস্য কোন পাবলিক সংস্থা বা রাওয়ার সাথে সম্পর্ক আছে এমন কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক রাওয়ার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনিত হইলে তিনি নির্বাহী পরিষদকে সন্তুষ্টি বিধান করিয়া এরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন। রাওয়ার এরুপ প্রতিনিধি নির্বাহী পরিষদ এবং চেয়ারম্যানের পরামর্শ অনুসরণ করিবেন।

RAOWA DHAKA 09.10.24

ঘ। **অধিভুক্ত সংস্থাসমূহ:** প্রত্যেক অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্বাধীনভাবে তাহাদের তহবিল এবং কার্যক্রম পরিচালনা করিবে। অন্যথায়, তাহা অধিভূক্তির শর্তাবলী অনুসারে পরিচালিত হইবে। অধিভূক্ত কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যদি কোন রাজনৈতিক দল বা গ্রুপে যোগদান করিলে ~~তাহা হইলে~~ তাহাদের অধিভুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।

ধারা-১৫ : গঠনতন্ত্রের সংশোধন: ~~প্রধান পৃষ্ঠপোষকের অনুমোদন সাপেক্ষে গঠনতন্ত্র, Bye laws, SOP এবং Code of Conduct সংশোধনের ক্ষেত্রে~~ রাওয়ার আইন, ধারা ও উপ-ধারাসমূহ কেবল এতদুদ্দেশ্যে আহুত রাওয়ার বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত ৭৫ শতাংশ সদস্যের ভোটে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্ধন করা যাইবে :

ক। ভোট প্রদানের যোগ্য সকল সদস্যের কাছে সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ২১ দিন পূর্বে নির্বাহী পরিষদ মতামতসহ এই ধরনের পরিবর্তন, সংশোধন, বিয়োজন ও পরিবর্ধনের নোটিশ পাঠাইতে হইবে।

খ। ভোট প্রদানের যোগ্য ১০০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ ~~গঠিত~~ হইবে।

ধারা-১৬ : আইন ও বিধির প্রাধান্য:

ক। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধক ও নিয়ন্ত্রণ) অর্ডিন্যান্স ১৯৬১ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অত্র সংস্থার জন্য প্রযোজ্য হইবে।

খ। রাওয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালনা পরিষদ তথা নির্বাহী পরিষদ একটি তালিকা প্রতি বছর স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার রেজিস্ট্রারের নিকট জমা দিতে হইবে।

গ। গঠনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদিত রাওয়ার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং আইন-কানুন সম্বলিত ধারাসমূহ অবিলম্বে কার্যকর হইবে। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদ: ২০২৩-২০২৪ পরবর্তী নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ এর নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

~~ক। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ রাওয়া (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অর্ডিন্যান্স ১৯৬১ এবং তদধীনে প্রণীত স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি, ১৯৬২ অত্র সংস্থার মূল আইন ও বিধি হিসাবে পরিগণিত হইবে।~~

~~খ। সংস্থার প্রধান ও স্থায়ী কার্যালয় ঢাকা সেনানিবাস (মহাখালী ডিওএইচএস) এর সামরিক ভূমিতে স্থাপিত হওয়ায় এবং ডিওএইচএস সমূহ সেনানিবাসের অংশ হওয়ায় ক্যান্টনমেন্ট আইন ২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহ অত্র সংস্থার সকল কার্যক্রমে যতদূর সম্ভব প্রয়োজনে প্রযোজ্য হইবে।~~

~~গ। রাওয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালনা পরিষদ তথা নির্বাহী পরিষদ একটি তালিকা প্রতি বছর স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ রাওয়ার রেজিস্ট্রারের নিকট জমা দিতে হইবে।~~

~~ঘ। গঠনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদিত রাওয়ার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং আইন-কানুন সম্বলিত ধারাসমূহ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।~~

ঙ। ~~গঠনতন্ত্রের কোন ব্যত্যয়/SOP, BYE LAWS, CODE OF CONDUCTপরিপন্থি কোন কাজ পরিলক্ষিত হইলে অথবা সামগ্রীকভাবে সশস্ত্র বাহিনী তথা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হইলে প্রধান পৃষ্ঠপোষক অন্য পৃষ্ঠপোষকদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে নির্বাহী পরিষদ বাতিলসহ প্রয়োজনীয় কার্যকরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।~~

ধারা-১৭ : রাওয়া ভাঙিয়া দেওয়া এবং পরিসম্পদ হস্তান্তর:

ক। ~~প্রধান পৃষ্ঠপোষকের অনুমোদন সাপেক্ষে~~ রাওয়া ভাঙিয়া দেওয়ার জন্য এতদুদ্দোশ্যে আহুত বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত তিন-পঞ্চমাংশ সদস্যের ভোটে রাওয়া ভাঙিয়া দেওয়া যাইবে। তবে এ জন্য সদস্যদের ২ মাসের নোটিশ দিতে হইবে। বিষয়টি স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য সভার ১৫ দিন পূর্বে আরও একটি তাগিদপত্র সদস্যদের দিতে হইবে।

খ। রাওয়া ভাঙিয়া দেওয়ার পর রাওয়ার পরিসম্পদসমূহ সব আইনগত দেনা পরিশোধের পর ভঙ্গকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে ব্যয় করা যাইবে। অন্যথায় উক্ত পরিসম্পদসমূহ রাওয়ার উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে নির্বাহী কমিটি অথবা স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধক ও নিয়ন্ত্রণ) রুল ১৯৬১ এর ১২ ধারা অনুযায়ী সংস্থা কর্তৃক নিয়োগকৃত লিকুইডেটর কর্তৃক ব্যয় করা যাইবে।

পরিশিষ্ট :

১। পটভূমি তথা প্রথম সভার ঘোষণা এবং প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যগণ (ফাউন্ডার মেম্বার)।

২। নির্বাচন মনোনয়ন ফর্ম।

৩। রাওয়ার ব্যাজ, পতাকা ও সদস্যপদ কার্ড।

৪। গঠনতন্ত্রে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাখ্যা।

৫। গঠনতন্ত্রের সংশোধনী (যখন প্রযোজ্য হইবে)।

পরিশিষ্ট : -১

পটভূমি তথা প্রথম সভার ঘোষণা এবং প্রতিষ্ঠাকালীণ সদস্যগণ (ফাউন্ডার মেম্বার)

ভূমিকা :

১। সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারগণ কর্মকর্তাগণ তাঁহাদের চাকুরিকালে সার্বজনীন আদর্শ এবং অভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষার বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন। সম্মিলিত লক্ষ্য অর্জন, একত্রে বসবাস এবং পরিচিত পরিবেশ গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে এই বন্ধন আরো সুদৃঢ় হয়। চাকুরি পরবর্তী কালে একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার কর্মকর্তা একটি ভিন্ন জগতে প্রবেশ করেন, যেখানে জীবনাচরণ ভিন্ন রকমের। কেউ কেউ বেসামরিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন, আবার অনেক কম ভাগ্যবানরা অব্যাহত পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাদি কাটাইয়া উঠার অবিরাম সংগ্রামের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহারা বাঁচিয়া থাকার সমস্যা এবং অবসর জীবনে উপযুক্ত পুনর্বাসনের সমস্যায় জর্জরিত এবং হতাশা ও নৈরাজ্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকেন।

২। কাজেই অভিন্ন স্বার্থে একটি সাধারণ প্লাটফর্ম তৈরি, পারস্পরিক সমঝোতা, একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ, সমস্বরে কার্যকর আওয়াজ তোলা, একক ও সম্মিলিত সমস্যার সমাধান এবং সেই সাথে দেশ ও সমাজের প্রতি সেবাদানের উদ্দেশ্যে অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের একটি সংগঠন গড়িয়া তোলার প্রয়োজন দীর্ঘদিন ধরিয়া অনুভূত হয়। এই ফোরাম হইতে তাহারা তাহাদের সার্বজনীন কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখিতে পারিবেন।

ঘোষণা :

৩। উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত অফিসারগণ কর্মকর্তাগণ একত্রিত হইয়া "রাওয়া" প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রদান করেন :

"আমরা সশস্ত্র বাহিনীর কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার কর্মকর্তা যাহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হইল, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকলাণ সংস্থা (নিবন্ধক ও নিয়ন্ত্রণ) অর্ডিন্যান্স ১৯৬১ অনুযায়ী একটি সংস্থা গঠনে আগ্রহী যাহার মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিক্যালস্ অব

এ্যাসোসিয়েশন এতদসঙ্গে প্রদত্ত হইলো। আমরা নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ রাওয়াকে আইন অনুযায়ী নিবন্ধনের অনুরোধ জানাইতেছি :

ক্র:নং:	নাম ও পদবী	ঠিকানা	স্বাক্ষর
১	লে: জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন, এইচকিউএ, এসপিকে, আইডিসি, পিএসসি	"আল-ওয়াহেদা" ৭-এ, পরিবাগ, ঢাকা-২	
২	কর্নেল এস এম রেজা, পিএসসি	৩/১, ইশদাইর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।	
৩	লে: কর্নেল কিউএএফএমএ রাকিব	" কাজী মঞ্জিল", যশোর টাউন, যশোর।	
৪	লেঃ কর্নেল হিসামউদ্দিন, আহমেদ, পিএসসি	গ্রাম: চাদঁগাও, পো: চাদঁগাও, চট্টগ্রাম।	
৫	মেজর একেএম ফজলুল বারী, পিএসসি, পিএসএন, জি	এফএস কর্নার, মালতিনগর, বগুড়া।	
৬	মেজর কাজী শরিফ, উদ্দিন আহমেদ, পিএসসি, টিই	৪১, ইন্দিরা রোড, তেজগাঁও, ঢাকা।	
৭	ক্যাপ্টেন এম এ হাকিম	'স্মরণিকা' ১৩৭-তুতপাড়া, প্রধান সড়র, খুলনা।	
৮	মেজর আনোয়ারুল হক	গ্রাম: মহেশওয়ার্দী, পো: ভাঙ্গা, ফরিদপুর	
৯	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ রউফ	গ্রাম: সিওটা, পো: ও থানা: মানিকগঞ্জ	
১০	লে: কর্নেল মোহাম্মদ ফজলুর রব	মাগুরা কলেজ পাড়া, পো: ও থানা: মাগুরা, জেলা: যশোর	
১১	মেজর এ মালেক	৩১/এ, বনানী, রোড-১৮, ঢাকা-১৩।	
১২	লে: কর্নেল এইচ এম বাহার	প্রযত্নে: লে: কর্নেল শামসুল হক (অবঃ), নং-৩ ডিওএইসএস, ঢাকা ক্যান্ট.	
১৩	লে: কর্নেল রেজাউল জলিল	জলিল হাউজ ১২ এ, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-২ ।	
১৪	মেজর সৈয়দ আশফাক আহমেদ	৩৫ আগামাসী লেন, ঢাকা-২ ।	
১৫	ক্যাপ্টেন জামিলুর রহমান খান	গ্রাম: কুতুবপুর, পো: মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।	
১৬	ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্	৪৫, বেগম বাজার, ঢাকা-১১ ।	
১৭	লে: কর্নেল মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান	বাড়ী/প্লট নং ৩০, রোড নং ১৪ এ ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা ।	
১৮	লে: কর্নেল মোহাম্মদ ইকবাল	৪২ ডিওএইচএস, ঢাকা ক্যান্ট।	
১৯	মেজর কাজি আশফাক আহমেদ	১৩ (২৩ পুরাতন) ধানমন্ডি আ/এ, রোড নং ৫, ঢাকা।	
২০	মেজর অনুকুল চন্দ্র দেব	৩০ ডিওএইচএস, ঢাকা ক্যান্ট।	
২১	মেজর মো: আনোয়ার হোসেন	গ্রাম: ও পো: জোড়াদাহ, থানা: হরিনাকুন্ড, জেলা: যশোর।	
২২	মেজর আলতাফুর রহমান	মহলহাট, রংপুর।	
২৩	মেজর আলাউদ্দিন আহমেদ	"চৌধুরী-বাড়ী" ৩০/৫ জিন্দাবাজার ১ম লেন, ঢাকা-১।	

09.10.24

ক্রঃনংঃ	নাম ও পদবী	ঠিকানা	স্বাক্ষর
২৪	ক্যাপ্টেন মো: নুরুল আমিন	২৯০/৪-এ, খিলগাঁও, ঢাকা-১।	
২৫	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম আতিক-উর-রহমান, পিএসসি	১৮, ডিওএইচএস, (প্রথমা) ঢাকা ক্যান্ট।	
২৬	লে: কর্নেল এ এস হেলাল উদ্দিন, পিএসসি	৮ শ্যামলী, ঢাকা-৭।	
২৭	মেজর মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন	গ্রাম: বোয়ালিয়া, চকচুবলিয়া, পো: বোয়ালিয়া বাজার, থানা: উল্লাপাড়া, জেলা: পাবনা।	
২৮	মেজর কে এ জাহাঙ্গীর খান	৭, খাজা দেওয়ান প্রথম লে, ঢাকা।	
২৯	ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া ফজলুর রহমান	৯০ কুমিল্লা রোড, পো: চাঁদপুর, কুমিল্লা।	
৩০	মেজর কাজি শাহ্‌রিয়ার হাফিজ	গ্রামঃ ধামারান পো: রহিমগঞ্জ বাজার, থানা: টঙ্গী বাজার, ঢাকা।	
৩১	মেজর এম জামান	নং ১০ ক্যান্ট মার্কেট এলাকা (৫ম তলা), ঢাকা।	
৩২	মেজর সৈয়দ আবদুল মান্নান	পো: মিরপুর, থানা: বানছারামপুর, কুমিল্লা।	
৩৩	মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী, পিএসসি	হাসপাতাল রোড, গাইবান্ধা, রংপুর।	
৩৪	ক্যাপ্টেন কাজী খুরশিদ-উজ্-জামান উৎপল	৬১/১, সবুজবাগ, ঢাকা-১৪	
৩৫	মেজর আবদুস সাত্তার	গ্রাম ও পো: জাহাঙ্গীরপুর, থানা: মদন (নেত্রকোনা), ময়মনসিংহ।	
৩৬	মেজর রফিকুল ইসলাম বিইউ	মিরপাড়া, নাটর, রাজশাহী।	
৩৭	ক্যাপ্টেন এবিএম নওশের আলম	গ্রাম ও পো: কামারগ্রাম, থানা: আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর।	
৩৮	মেজর এম মাসুদ	৪৫, মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১৫।	
৩৯	মেজর জুলফিকার হোসেন চৌধুরী	গ্রাম ও পো: রতনদিয়া, থানা: পাংশা, ফরিদপুর।	
৪০	লে: এস এম সফিকুল হায়দার	আজিজ ভিলা, আকুয়া (মধ্যপাড়া) পোঃ ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ।	
৪১	মেজর এস এ হাকিম	৩/১৪, ইকবাল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।	
৪২	ক্যাপ্টেন এস এম নাসিরুল হক	৪৫, ইন্দিরা রোট, তেজগাঁও, ঢাকা।	
৪৩	মেজর এবিএম মোমিনুল হক	৩৫ নর্থ ধানমন্ডি, কলাবাগান, ঢাকা।	
৪৪	মেজর এম এ মালেক চৌধুরী	এইচ-৮৫/১ আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা।	
৪৫	ক্যাপ্টেন এম এন সাফা	গ্রাম: হাইছকিয়া, থানাঃ ফটিক ছড়ি, চট্টগ্রাম।	
৪৬	ক্যাপ্টেন আনিছুর রহমান সিন্‌হা	১১৪ সিরাজদৌল্লা রোড, নারায়ণগঞ্জ ঢাকা।	
৪৭	লে: কর্নেল ফয়েজ বাহার, পিএসসি	দক্ষিণ গুপ্তা পাড়া, রংপুর।	

ক্র:নং:	নাম ও পদবী	ঠিকানা	স্বাক্ষর
৪৮	মেজর এম সিরাজুল ইসলাম	১০৩, নিউ ডিওএচইএস, মহাখালী আ/এ, ঢাকা-১২।	
৪৯	লে: কর্নেল জাহিদুল হক চৌধুরী	"চৌধুরী লজ" মুন্সীপাড়া, পোঃ রংপুর, রংপুর।	
৫০	মেজর জেনারেল এম খলিলুর রহমান, পিএসসি	৬০ এ রোড নং ৭এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।	
৫১	মেজর রফিকুল ইসলাম	প্রযত্নে: জনাব আশরাফ জল্লাহ, বিইএস বাগিচাগাও, কুমিল্লা।	
৫২	মেজর এনামুল হক চৌধুরী	বাড়ী নং ২৬, রোড নং ৩৪, গুলশান ঢাকা।	
৫৩	লে: মোহাম্মদ রুহুল আমিন	রোড -১৩৬, বাড়ী-৩১, গুলশান, ঢাকা-১২	
৫৪	লে: কর্নেল মাহ্তাবুদ্দিন আহমেদ	৬ (পুরাতন-৫) ধানমন্ডি আ/এ, রোড নং ৪, ঢাকা-৫।	
৫৫	ক্যাপ্টেন আখতার জাহান মাসুদ	২১/১৩, বাবর রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১৭।	
৫৬	কর্নেল এ মালেক, পিএসসি	গ্রাম ও পো: গরপাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা।	
৫৭	লে: কর্নেল এম হাসমত উল্লাহ খাঁন	৮/২০ স্যার সৈয়দ আহমে রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা।	
৫৮	মেজর মেহেদী আলী ইমাম, বীর বিক্রম	গ্রাম: দাউদখালী, থানা: মটবাড়ীয়া, বরিশাল।	
৫৯	মেজর আলী আখতার	'কাকলী' শহীদ সরওয়ার্দী রোড, ঠাকুরগাও, দিনাজপুর।	
৬০	লে: মো: খালিদ হোসেন	১, সুজাকত ঘর লেন, কবি নজরুল ইসলাম রোড, ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম	
৬১	মেজর জেনারেল মোহাম্মদ ওয়াজী উল্লাহ্, পিএসসি	সিডব্লিউএস (সি)-১, রোড ২৩, গুলশান, ঢাকা।	
৬২	লে: বখতিয়ার আহমেদ খাঁন	গ্রাম: মাধাইমুরী, পো: শাহগোলা, থানা: আসনগঞ্জ, রাজশাহী।	
৬৩	ক্যাপ্টেন কাজী এজেডএম সফিকুল হক	গ্রাম: বেত্রাইল, পো: চাকটল, টাঙ্গাইল।	
৬৪	লে: কর্নেল মোহাম্মদ আব্দুল গাফ্ফার হায়দার, বিইউ	এম/এস নাহার এজেন্সি, ৩১, পুরাতন বাজার রোড, (কালীবাড়ি) খুলনা।	
৬৫	মেজর খন্দকার বদরুল হাসান	গ্রাম ও পো: লোহালিয়া, থানা: পটুয়াখালী, পটুয়াখালী।	
৬৬	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন	৬/১, অরফেনেজ রোড, ঢাকা-১১।	
৬৭	মেজর আহমেদ ইফতেখার	২৬ ধানমন্ডি আ/এ, রোড-৫, ঢাকা।	
৬৮	মেজর আজিজুর রহমান চৌধুরী	৮৪১, ধানমন্ডি আ/এ, (পুরাতন), রোড নং ১৯ (পুরাতন), ঢাকা-৯।	

BAOWA DHAKA 09.10.24